প্রথম আলো

তারিখ ... 27 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

আবাসিক হল নির্মাণের দাবিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গতকাল বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে সমাবেশ করেন ● ছবি : প্রথম আলো

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগের অভাবে হল নির্মাণ হয় না

মোশতাক আহমেদ ও মুসা আহমেদ ●

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যথাযথ উদ্যোগের অভাবেই প্রতিষ্ঠার প্রায় ১১ বছরেও কোনো আবাসিক হল হয়নি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কলেজ থাকাকালে একসময় ১১টি ছাত্রাবাস (এর বাইরে একটি মাঠ) থাকলেও কাগজপত্র না থাকা বা সংরক্ষণ না করায় তিনটি বাদে বাকিগুলো এখনো বেদখলে। দখলে থাকা তিনটির জায়গাতেও হল করা হচ্ছে না। শুধু তা-ই নয়, সংস্কার না করায় সেগুলোতে থাকার পরিবেশও নেই। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া, *প্রথম আলোর* নিজস্ব অনুসন্ধান ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাড়ে ১৮ হাজার শিক্ষার্থীর চাওয়া এখন আবাসিক হল। এ নিয়ে তাঁরা প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে আন্দোলন করছেন।

আবাসিক হল নির্মাণের জন্য ঢাকার কেরানীগঞ্জে প্রায় ২৫ বিঘা জমি থাকলেও সেখানে হল নির্মাণ করছে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অথচ সেখানেই বহুতলবিশিষ্ট কয়েকটি হল নির্মাণ করে আবাসন সংকট অনেকটাই নিরসন করা সম্ভব হতো বলে মনে করেন কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষার্থী। অবশ্য একজন কর্মকর্তা জানালেন, আগে না করলেও সম্প্রতি এই জায়গায় ছাত্রদের জন্য ২০ তলাবিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু হল নির্মাণে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে প্রায় দুই বছর আগে বাংলাবাজার সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের পাশে ছাত্রীদের জন্য ১৬ তলাবিশিষ্ট বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হলেও এখনো নিচতলাই শেষ হয়নি। উপরন্তু নতুন জায়গা চাইছে কর্তৃপক্ষ। আবাসিক ও একাডেমিক কাজের জন্য পূর্বাচলে ৫০ একর জমি চেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ জন্য রাজউকের অনুকূলে ১৫ লাখ টাকা জামানতও দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ৮ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে পুরান

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

● হল নির্মাণের দাবিতে তৃতীয় দফায় ধর্মঘট শুরু কাল : পৃষ্ঠা-৮

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

- কেরানীগঞ্জে জায়গা থাকা সত্ত্বেও পূর্বাচলে ৫০ একর জমি চাওয়া হয়েছে। এখন কারাগারের জায়গায় হল নির্মাণের জন্য আন্দোলনে নেমেছেন শিক্ষার্থীরা
- দুই বছর আগে মেয়েদের হলের নির্মাণকাজ শুরু হলেও এখনো নিচতলা শেষ হয়নি

P.T.O